ইং ২১ জানুয়ারী ২০২১ খ্রীঃ তারিখ

সাধারণ সভায় অনুমোদিত

"গঠনতন্ত্র"

জেলা আইনজীবী সমিতি
কুষ্টিয়া।

CS CamScanner

জেলা আইনজীবী সমিতি, কুষ্টিয়া।

"গঠনতন্ত্র"

মুখবন্ধ ঃ

ঐতিহ্যবাহী জেলা আইনজীবী সমিতি কুষ্টিয়ার গঠনতন্ত্র প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করায়, একটি গঠনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য এ্যাডঃ মরহুম সৈয়দ মাসুদ রুমী, এ্যাডঃ মরহুম আব্দুল কাইয়ুম, এ্যাডঃ মরহুম মীর আতিয়ার রহমান, এ্যাডঃ মরহুম আমিরুল ইসলাম সাহেবের সমন্বয়ে একটি সাব কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটির খসড়া গঠনতন্ত্র নির্বাহী কমিটির অনুমোদনে তা সাধারণ সভায় পেশ করা হয় এবং ইং ২২/০৭/১৯৭৮ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে গঠনতন্ত্রের বিধানে বেনাভোলেন্ট ফান্ডের প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হওয়ায়, মরহুম এ্যাডঃ আতিয়ার রহমান সাহেব বেনাভোলেন্ট ফান্ড রুলস খসড়া প্রস্তুত করতঃ নির্বাহী কমিটির অনুমোদনে সাধারণ সভায় পেশ হলে তা অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে সাধারণ সভায় আরও একটি সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। পুনরায় গঠনতন্ত্রের আরো অধিকতর সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেওয়ায়, সমিতির সাবেক সভাপতি এ্যাডঃ মরহুম আমিরুল ইসলাম সাহেবকে আহবায়ক করে সাবেক সাধারন সম্পাদক, জনাব এ্যাড. মোঃ নুরুল ইসলাম দুলাল (সদস্য) সাবেক সহ-সভাপতি জনাব এ্যাড. মোঃ মতিয়ার রহমান (সদস্য), সাবেক সাধারন সম্পাদক এ্যাড. মৃত সাদ আহম্মেদ (সদস্য), সাবেক সাধারন সম্পাদক জনাব এ্যাড. অনুপ কুমার নন্দী (সদস্য), সিনিয়র এ্যাড. সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম (সদস্য), সিনিয়র এ্যাড. মীর ছানোয়ার হোসেন(সদস্য) সমন্বয়ে গঠনতন্ত্র সংশোধনী উপ কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত উপ কমিটি সংশোধনী প্রস্তাব নির্বাহী কমিটিতে পেশ করলে, সাধারণ সভায় তা অনুমোদিত হয়। অতঃপর ০৫/১১/২০০৯ তারিখে সাধারণ সভায় আরো একটি সংশোধনী অনুমোদিত হয়। সর্বশেষ গঠনতন্ত্রে আরো কতিপয় বিষয়ে সংশোধনের আবশ্যকতা দেখা দেওয়ায়, সাবেক সভাপতি এ্যাড. মরহুম ওয়াহিদ-উল-ইসলাম, সাবেক সাধারন সম্পাদক এ্যাডঃ জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম, সাবেক সিনিঃ সহ-সভাপতি এ্যাডঃ মরহুম গিয়াস উদ্দিন মিয়া, সাবেক সভাপতি এ্যাডঃ মরহুম মিয়া মোহাম্মদ রেজাউল হক (সদস্য), সাবেক সাধারন সম্পাদক এ্যাডঃ জনাব অনুপ কুমার নন্দী (সদস্য), সাবেক সহ-সভাপতি এ্যাডঃ জনাব সুধীর কুমার শর্মা (সদস্য), সাবেক সহ-সভাপতি এ্যাডঃ জনাব সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম (সদস্য), সিনিয়র এ্যাডঃ জনাব এ,এস,এম আক্তারুজ্জামান মাসুম(সদস্য), সাবেক সাধারন সম্পাদক এ্যাডঃ জনাব হারুন উর রশিদ(সদস্য), সিনিয়র এ্যাডঃ জনাব মীর ছানোয়ার হোসেন(সদস্য) গনের সমন্বয়ে আরো একটি গঠনতন্ত্র সংশোধনী উপ কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত উপ কমিটি কর্তৃক ২/০৫/২০১৬, ০৩/০৫/২০১৬, ০৪/০৫/২০১৬ তারিখে আলোচনাও প্রয়োজনীয় খসড়া সংশোধনী বিষয়ে প্রস্তাব করলে, খসড়া সংশোধনী টি নির্বাহী কমিটির সভায় ০২/০৬/২০১৬ তারিখে অনুমোদন ক্রমে ইং ২৮/০৬/২০১৬ তারিখে সাধারণ সভায় অনুমোদিত হয়। জেলা আইনজীবী সমিতি কুষ্টিয়ার কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং পরিবর্তিত

CamScanner

পরিস্থিতির কারণে নির্বাহী কমিটি গঠনতন্ত্রের অধিক সংশোধনী সহ সংশোধিত গঠনতন্ত্রের বাংলা ও ইংরেজী পাঠ প্রনয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং এই উদ্দেশে সভাপতি জনাব এ্যাড. অনুপ কুমার নন্দী আহবায়ক, সিনিয়র এ্যাড. এম এনামুল হক, সাবেক সাধারন সম্পাদক এ্যাড. মোঃ মসলেম উদ্দিন, সাবেক সহ-সভাপতি এ্যাড. শ্রী সুধীর কুমার শর্মা, সিনিয়র এ্যাড. আ,স,ম, আক্তারুজ্জামান মাসুম, সাবেক সাধারন সম্পাদক এ্যাড. মোঃ জহুরুল ইসলাম, সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি এ্যাড. মোঃ আব্দুল মান্নাফ, সাবেক সহ সভাপতি এ্যাড. সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, সিনিয়র এ্যাড. কে,এম, আব্দুর রউফ, সাবেক সাধারন সম্পাদক এ্যাড. মুহঃ হারুনুর রশিদ, সিনিয়র এ্যাড. মীর ছানোয়ার হোসেন, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক এ্যাড. মোঃ শরীফ উদ্দিন রিমন, সিনিয়র এ্যাড. রফিকুল ইসলাম লালন, সহ-সভাপতি এ্যাড. মঞ্জুরী বেগম, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক এ্যাড. মোঃ মাহাতাব উদ্দিন, সাধারন সম্পাদক এ্যাড. শেখ মোঃ আবু সাঈদ, এ্যাড. কাজী সাইফুদ্দিন বাপী, এ্যাড. খন্দকার সামস্ তানিম মুক্তি, দপ্তর সম্পাদক এ্যাড. মোঃ আবুল হাশিম, এ্যাড. মোঃ হাসানুল আসকার হাসু, লাইব্রেরী সম্পাদক এ্যাড. এস,এম শাতিল মাহমুদ সমন্বয়ে একটি গঠনতন্ত্র সাব কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত সাব কমিটি গত ইং ০৩/১২/২০২০, ০৭/১২/২০২০, ১৩/১২/২০২০, ১৫/১২/২০২০, ১৭/১২/২০২০, ১১/০১/২০২১ ১২/০১/২০২১ তারিখে সভায় বিস্তারিত আলোচনা অন্তে নিম্নরূপ খসড়া সংশোধনী গঠনতন্ত্র চুড়ান্ত করলেন। সাব কমিটির প্রস্তাব মতে সংশোধিত গঠনতন্ত্রের খসড়া গত ইং ১৩/০১/২০২১ তারিখে সমিতির কার্য্য নির্বাহী কমিটির সভায় সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত হয়ে ইং ২১/০১/২০২১ তারিখে সাধারন সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। সাধারন সভায় অনুমোদিত হলে গঠনতন্ত্রের সংশোধনী মূল গঠনতন্ত্রের অংশ বলে গন্য হবে।

জেলা আইনজীবী সমিতি, কুষ্টিয়া।

“গঠনতন্ত্র”

প্রকাশকাল ২০২০-২০২১

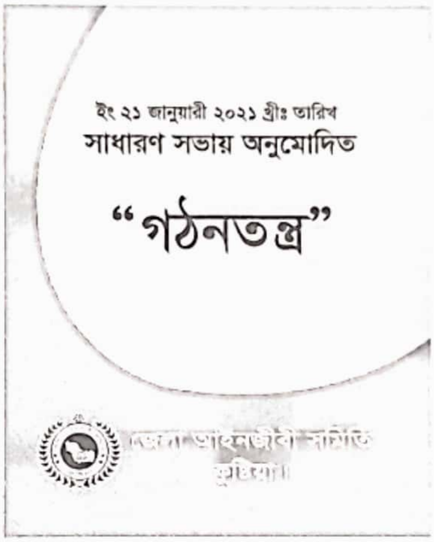

মূদ্রণে : এম, এ স্ক্রীণ প্রিন্টার্স

মূল্য ২০০/ (দুইশত টাকা মাত্র)

CamScanner

সূচীপত্র ঃ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ সমিতির নাম
অনুচ্ছেদ-২ ঃ সমিতির মনোগ্রাম
অনুচ্ছেদ-৩ ঃ গঠনতন্ত্রের কার্যকারিতা
অনুচ্ছেদ-৪ঃ কার্যালয়
অনুচ্ছেদ-৫ঃ সমিতির প্রকৃতি
অনুচ্ছেদ-৬ ঃ ব্যবহৃত শব্দ সমূহের সংজ্ঞা
অনুচ্ছেদ-৭ ঃ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
অনুচ্ছেদ-৮ ঃ সদস্য
অনুচ্ছেদ-৯ ঃ সদস্যগনের যোগ্যতা
অনুচ্ছেদ-১০ ঃ সদস্যের প্রকার ভেদ
অনুচ্ছেদ-১১ ঃ ভোটাধিকার
অনুচ্ছেদ-১২ ঃ নতুন সদস্য অন্তর্ভূক্তি
অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ নতুন সদস্য অন্তর্ভূক্তির নিয়মাবলী
অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ সহযোগী সদস্যগনের নিয়মিত সদস্য হওয়া সংক্রান্ত বিশেষ বিধানাবলী
অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ সদস্যপদ বিলুপ্তি
অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ পূনঃ সদস্য পদ প্রদান
অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ সদস্যপদ বিলুপ্তি পদ্ধতি
অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ পরিষদ সমূহ
অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ সাধারণ পরিষদ
অনুচ্ছেদ-২০ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদ
অনুচ্ছেদ-২১ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচনে প্রতিযোগীতা করার যোগ্যতা
অনুচ্ছেদ-২২ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন
অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব গ্রহণ
অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ
অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা
অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ সভাপতির ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলী
অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ সিনিয়র সহ-সভাপতির ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলী
অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ সহ-সভাপতির ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলী
অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ সাধারণ সম্পাদকের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলী
অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদকের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলী
অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ কোষাধ্যক্ষের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলী
অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ গ্রন্থাগার সম্পাদকের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলী
অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ সাংস্কৃতিক সম্পাদকের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলী
অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ দপ্তর সম্পাদকের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলী
অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ সিনিয়র ও জুনিয়র সদস্যগনের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলী
অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ সাধারণ সদস্যগনের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলী
অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যপদ বাতিল সংক্রান্ত বিধানাবলী
অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ অনাস্থা প্রস্তাব ও বিধানাবলী
অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ কো-অপশন
অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ এডহক কমিটি
অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ সাধারণ সভা

CamScanner

সূচীপত্র ঃ

অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ বার্ষিক সাধারণ সভা
অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ বাজেট সভা
অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ বিশেষ সাধারণ সভা
অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ তলবী সভা
অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ সভার নোটিশ
অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ সভার কোরাম
অনুচ্ছেদ-৪৮ ঃ সভার সিদ্ধান্ত
অনুচ্ছেদ-৪৯ ঃ বাজেট সভা
অনুচ্ছেদ-৫০ ঃ হিসাব-নিকাশ
অনুচ্ছেদ-৫১ ঃ সম্পদের হিসাব বিবরণী
অনুচ্ছেদ-৫২ ঃ লেজার বই সংরক্ষণ
অনুচ্ছেদ-৫৩ ঃ আয়-ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপনের বাধ্য বাধকতা
অনুচ্ছেদ-৫৪ ঃ ব্যাংক হিসাব
অনুচ্ছেদ-৫৫ ঃ গঠনতন্ত্রের সংশোধন
অনুচ্ছেদ-৫৬ ঃ গঠনতন্ত্র সংশোধন বিশেষ সাধারণ সভায় অনুমোদন
অনুচ্ছেদ-৫৭ ঃ নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী আপীল কমিশন গঠন
অনুচ্ছেদ-৫৮ ঃ নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী আপীল কমিশনের সদস্য সংখ্যা
অনুচ্ছেদ-৫৯ ঃ নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী আপীল কমিশনের জ্যৈষ্ঠতা
অনুচ্ছেদ-৬০ ঃ নির্বাচন অনুষ্ঠান
অনুচ্ছেদ-৬১ ঃ ভোটার
অনুচ্ছেদ-৬২ ঃ নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী আপীল কমিশনের কার্যাবলী
অনুচ্ছেদ-৬৩ঃ প্রজেকশন সভা
অনুচ্ছেদ-৬৪ ঃ নির্বাচনী আচরণ বিধি
অনুচ্ছেদ-৬৫ ঃ গঠন
অনুচ্ছেদ-৬৬ ঃ বেনাভোলেন্ট ফান্ড
অনুচ্ছেদ-৬৭ঃ বেনাভোলেন্ট ফান্ড গঠন
অনুচ্ছেদ-৬৮ ঃ ঋণ গ্রহণ ও ফেরত প্রদান
অনুচ্ছেদ-৬৯ ঃ বেনাভোলেন্ট ফান্ডের স্লাব সুবিধা
অনুচ্ছেদ-৭০ঃ বেনাভোলেন্ট ফান্ড বাতিল বা স্থগিত করণ
অনুচ্ছেদ-৭১ ঃ গ্রন্থাগার
অনুচ্ছেদ-৭২ ঃ গ্রন্থাগার উপ-কমিটি
অনুচ্ছেদ-৭৩ ঃ গ্রন্থাগার সহায়ক কর্মচারী
অনুচ্ছেদ-৭৪ ঃ সীল ও নিবন্ধন নম্বর
অনুচ্ছেদ-৭৫ ঃ গ্রন্থাগারের পুস্তক ব্যবহার সম্পর্কিত বিধানাবলী
অনুচ্ছেদ-৭৬ ঃ আইনজীবী সহকারী/মহরার উপ-পরিষদ
অনুচ্ছেদ-৭৭ ঃ আইনজীবী সহকারী/মহরার সম্পর্কিত বিধানাবলী
অনুচ্ছেদ-৭৮ ঃ উপ-পরিষদ গঠন
অনুচ্ছেদ-৭৯ ঃ উপ-পরিষদ সমূহ
অনুচ্ছেদ-৮০ ঃ জ্যেষ্ঠতা
অনুচ্ছেদ-৮১ ঃ মামলা মোকর্দ্দমা হস্তান্তরে বাধা
অনুচ্ছেদ-৮২ ঃ অনুল্লেখিত বিষয়াদি

CamScanner

সমিতি

সমিতির নাম	অনুচ্ছেদ ১। জেলা আইনজীবী সমিতি, কুষ্টিয়া। ইংরেজীতে ঃ District Advocate Bar Association, Kushtia.
সমিতির মনোগ্রাম	অনুচ্ছেদ ২ (ক)। অনুচ্ছেদঃ ২(খ)। উভয় পার্শ্বে সবুজ রং এর পাতা বেষ্টিত, বৃত্তের মাঝে লালের মধ্যে কুষ্টিয়া জেলার মানচিত্র, তার মাঝে ন্যায় বিচারের প্রতীক দাঁড়ি পাল্লা, বৃত্তের শীর্ষে বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলা, বৃত্তের দুই পাশে দুটি করে চারটি তারকা এবং জেলা আইনজীবী সমিতি, কুষ্টিয়া লেখা।
গঠনতন্ত্রের কার্যকারিতা	অনুচ্ছেদ ঃ ৩। জেলা আইনজীবী সমিতি, কুষ্টিয়ার সাধারণ সভায় অনুমোদনের সাথে সাথে অত্র গঠনতন্ত্র কার্য্যকর বলে গণ্য হবে।
কার্য্যালয়	অনুচ্ছেদ ঃ ৪। সমিতির কার্যালয় কুষ্টিয়া জেলা সদরের পৌর এলাকায় জেলা আইনজীবী সমিতি চত্বরে অবস্থিত।
সমিতির প্রকৃতি	অনুচ্ছেদ ঃ ৫। জেলা আইনজীবী সমিতি, কুষ্টিয়া একটি সমিতি হিসেবে বিবেচিত হবে। এর নিজস্ব সম্পত্তি অর্জন, হস্তান্তর এবং সংরক্ষণের অধিকার থাকবে। "জেলা আইনজীবী সমিতি, কুষ্টিয়া" নামাঙ্কিত সমিতির সাধারণ সীল মোহর (বাংলা ও ইংরেজীতে) থাকবে। সমিতির সাধারণ সম্পাদকের প্রতিনিধিত্বে সমিতি সংক্রান্ত কোন মামলা মোকর্দ্দমার পক্ষে বা বিপক্ষে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন।
ব্যবহৃত শব্দ সমূহের সংজ্ঞা	অনুচ্ছেদ ঃ ৬। (ক) "গঠনতন্ত্র" বলতে জেলা আইনজীবী সমিতি, কুষ্টিয়ার গঠনতন্ত্র বোঝাবে। (খ) "সমিতি" বলতে জেলা আইনজীবী সমিতি, কুষ্টিয়া বোঝাবে। (গ) "সদস্য" বলতে সমিতির সদস্য হিসেবে তালিকাভুক্ত আইনজীবীকে বোঝাবে। সমিতির ০২ (দুই) প্রকারের সদস্য থাকবে। (১) নিয়মিত সদস্য ও (২) সহযোগী সদস্য। (ঘ) " আইনজীবী" বলতে বাংলাদেশ লিগ্যাল প্রাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-৪৬/১৯৭২) অনুযায়ী আইনজীবী হিসেবে সনদপ্রাপ্ত ও তালিকাভুক্ত ব্যক্তিগণকে বোঝাবে। (ঙ) "বার কাউন্সিল" বলতে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-৪৬/১৯৭২ অনুযায়ী গঠিত "বাংলাদেশ বার কাউন্সিল" বোঝাবে। (চ) "সাধারণ পরিষদ" বলতে সমিতির সদস্যগনের সমন্বয়ে গঠিত পরিষদ বোঝাবে।

CamScanner

(ছ) "নির্বাহী পরিষদ" বলতে গঠনতন্ত্রের ২০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচিত ১৭ (সতের) জন কর্মকর্তা বা সদস্যগনের পরিষদকে বোঝাবে।

(জ) "কর্মকর্তা" বলতে নির্বাচিত নির্বাহী সদস্যগনকে বোঝাবে।

(ঝ) "পেশাগত অসদাচরণ" বলতে অত্র সমিতির মর্যাদা হানিকর কর্মকান্ডে জড়িত থাকা এবং সমিতির স্বার্থ ও শৃংখলা পরিপন্থি কার্য্যকে বোঝাবে। অনিবার্য্য কারন ব্যতীত সমিতির ওকালতনামা ফরম, হাজিরা ফরম, জামিননামা ফরম, জজ কোর্ট নকল ফরম,নির্বাহী কোর্ট নকল ফরম, ছাড় পত্র ফরম, রি-কল ফরম, দরখাস্ত ফরম, ফিরিস্তি ফরম ইত্যাদি কিংবা সমিতির নির্ধারিত মনোগ্রামযুক্ত ষ্টিকার নোটারী পাবলিকের কাজে ব্যবহার না করা, সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর অনুমতি ব্যতীত অন্যের মামলা গ্রহণ করা, পেশাগত অসদাচরণ বোঝাবে। তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট আইনজীবী এনওসি না দিলে, সংক্ষুব্ধ ব্যাক্তি আইনজীবী সমিতিতে দরখাস্ত দিবে, সাধারন সম্পাদক কিংবা তার মনোনীত কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন কর্মকর্তা উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে যথাশীঘ্র সম্ভব বিষয়টি নিস্পত্তি করবেন।

(ঞ) "টাউট" বলতে টাউট এ্যাক্টের বিধান মতে সংজ্ঞায়িত এমন ব্যক্তি যে, সমিতির তালিকাভুক্ত আইনজীবী সহকারী নয় কিংবা সনদ প্রাপ্ত আইনজীবী নয়, মক্কেল নয় অথচ আদালত প্রাঙ্গনে বিশেষ উদ্দেশ্যে যাতায়াত করে, মামলার তদ্বীর করে এবং মক্কেলের নিকট থেকে আর্থিক ফায়দা হাসিল করে এমন ব্যক্তিকে বোঝাবে। তবে জেলা আইনজীবী সমিতির তালিকাভুক্ত নিয়মিত আইনজীবীর অধীনে নিয়োজিত বার কাউন্সিল এ্যাক্ট অনুযায়ী শিক্ষানবিশদের বোঝাবে না।

(ট) "দেনাদার" বলতে অবৈধ ভাবে সমিতির জায়গা দখলকারী, গ্রন্থাগারের বই ফেরত প্রদানে ব্যর্থ, ঘর ভাড়া বা চেম্বার ভাড়া বা সমিতির যে কোন পাওনা ৩ (তিন) মাস বাঁকি থাকলে তা পরিশোধে ব্যর্থ বিজ্ঞ সদস্যকে বোঝাবে।

(ঠ) "আইনজীবী সহকারী" বলতে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের বিধান অনুযায়ী সমিতির কোন সদস্যের পেশাগত সহকারী হিসেবে সমিতিতে তালিকা ভুক্ত ব্যক্তিকে বোঝাবে।

(ড) "মক্কেল" বলতে মামলার পক্ষগণ, তাদের প্রতিনিধি ও আইনের সাহায্য প্রার্থী ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে।

(ঢ) "গ্রন্থাগার উপ-বিধি" বলতে সমিতির গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত গ্রন্থাগার উপ-বিধি বোঝাবে।

(ণ) "চাকুরী উপ-বিধি" বলতে সমিতির কর্মচারীগনের প্রতি আরোপিত চাকুরী উপ-বিধি বোঝাবে।

(ত) "নিয়মিত আইন পেশা পরিচালনা" বলতে অনিয়মিত নয় বা অন্য পেশায় নিয়োজিত নয় এমন আইনজীবী কতৃক আইন পেশা পরিচালনা বোঝাবে।

(থ) "ভোট" নির্বাচন বা নির্বাচন সম্পর্কিত কিছু বলতে সমিতির কার্য্য নির্বাহী পরিষদের বার্ষিক নির্বাচন বা উপ-নির্বাচনকে বোঝাবে।

(দ) "আদালত, আদালত সমূহ, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত বা দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত সমূহ" বলতে কুষ্টিয়া জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালত ও তার অধীনস্থ আদালত সমূহ, সরকার কতৃক গঠিত বিশেষ আদালত/ট্রাইবুনাল সমুহ, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত ও তার অধীনস্থ আদালত সমূহ, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও তার অধীনস্থ আদালত সমূহ বোঝাবে। আয়কর অফিস এর অর্ন্তভূক্ত হবে না।

(ধ) "আদালত প্রাঙ্গণ" বলতে কুষ্টিয়া জেলার দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের অবকাঠামো ও এর সংলগ্ন পতিত জমি ও জমির পরিসীমা বোঝাবে।

(ন) "সমিতি ভবন" বলতে কুষ্টিয়া জেলা আইনজীবী সমিতির অনুমোদিত সমিতির এক বা একাধিক ভবনকে বোঝাবে।

CamScanner

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	অনুচ্ছেদ ঃ ৭। (ক) সমিতির বিভিন্ন প্রকার স্বার্থ সমূহ সংরক্ষণসহ সমিতির বিজ্ঞ সদস্যগনের পেশাগত সুযোগ-সুবিধা রক্ষা করা। (খ) বিজ্ঞ সদস্যদের কল্যাণার্থে আইনজীবী কল্যাণ তহবিল ও বেনাভোলেন্ট ফান্ড গঠন করা এবং তার স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। (গ) বিজ্ঞ সদস্যদের পেশাগত মানের উন্নয়ন সাধন এবং জনগণের আইনী সহায়তা প্রদান। (ঘ) বিজ্ঞ সদস্যদের সর্ব বিষয়ে বিশেষতঃ পেশাগত রীতিনীতি সম্পর্কে উপদেশ, পরামর্শ, সহযোগিতা প্রদান এবং নিয়ন্ত্রণ করা। (ঙ) বিজ্ঞ সদস্যদের পেশাগত, মানসিক এবং শারীরিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সম্মেলন, সেমিনার, সভা, ধর্মীয় আলোচনা সভা, সামাজিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। (চ) বিজ্ঞ সদস্যগণের আইন চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইন বই, ল'জার্নাল সহ অন্যান্য বই, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি সম্বলিত গ্রন্থাগার সংরক্ষণ করা। (ছ) প্রয়োজনে আইন বিষয়ক এবং অন্যান্য ধরনের পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশ করা। (জ) দেশের জন্য যুগোপযোগী আইন প্রণয়নে সুপারিশ প্রদান করা এবং আইনের গুরুত্বপূর্ন বিষয় সমূহের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণকে আইনের শাসন ও আইন প্রতিপালন সম্পর্কে সচেতন করা।

সমিতির সদস্যপদ

সদস্য	অনুচ্ছেদ ঃ ৮। অত্র সমিতির বর্তমান (১) নিয়মিত সদস্য ও (২) এসোসিয়েট সদস্য অত্র গঠনতন্ত্র অনুমোদনের সাথে সাথে যথাক্রমে (১) নিয়মিত সদস্য ও (২) সহযোগী সদস্য হিসেবে পরিগণিত হবেন।
সদস্যগনের যোগ্যতা	অনুচ্ছেদ ঃ ৯। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল হতে আইনজীবী হিসেবে সনদ প্রাপ্ত এবং জেলা আইনজীবী সমিতি কুষ্টিয়ার সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত এবং কুষ্টিয়া জেলার আদালত সমূহে নিয়মিত আইন পেশা পরিচালনায় ইচ্ছুক সদস্যই যোগ্য বিবেচিত হবেন।
সদস্যের প্রকার ভেদ	অনুচ্ছেদ ঃ ১০। জেলা আইনজীবী সমিতি, কুষ্টিয়ার ০২ (দুই) প্রকারের সদস্য থাকবেন। (ক) নিয়মিত সদস্য ও (খ) সহযোগী সদস্য। (ক) নিয়মিত সদস্য ঃ (i) যে সদস্য কুষ্টিয়া জেলার দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত সমূহে নিয়মিত আইন পেশা পরিচালনা করেন এবং সমিতির দেনাদার নন তিনি নিয়মিত সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন এবং ওকালতনামায় তাদের নাম থাকবে। (ii) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী সমিতির নিবন্ধনকৃত কোন সদস্য কুষ্টিয়া জেলা আদালত সমূহে নিয়মিত ভাবে আইন পেশায় নিয়োজিত থাকেন, তবে তিনি গঠনতন্ত্রের ৯ অনুচ্ছেদ এর বিধান পালন সাপেক্ষে নিয়মিত সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন। (iii) অত্র সমিতির কোন নিয়মিত সদস্য কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) বছর নিয়মিত সদস্য হিসেবে আইন পেশা পরিচালনা করা অবস্থায় শারীরিক কিংবা মানসিক অক্ষমতার কারনে, আদালতে নিয়মিত প্যাকটিস না করলেও উক্ত সদস্য নিয়মিত সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন।

CamScanner

	(খ) সহযোগী সদস্য ঃ নিয়মিত সদস্য ব্যতীত অন্যান্য সদস্য সহযোগী সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন। যিনি অত্র সমিতির মাধ্যমে সনদ নবায়ন করে বাংলাদেশের অন্য আদালতে নিয়মিত আইন পেশায় নিয়োজিত আছেন কেবলমাত্র এই শ্রেণীর সদস্য সহযোগী সদস্য হিসেবে থাকতে পারবেন। তবে, শর্ত থাকে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত সহযোগী সদস্যকে স্থানীয় বারের বার্ষিক ফিস ১,০০০/= (কথায় ঃ এক হাজার টাকা) এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ফিস জমা প্রদান করতে হবে এবং তিনি অন্য সমিতিতে আইন পেশায় নিয়োজিত থাকার স্বপক্ষে প্রত্যয়ন পত্র জমা দিবেন।
ভোটাধিকার	অনুচ্ছেদ ঃ ১১। জেলা আইনজীবী সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের অন্ততঃ ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে কার্য্য নির্বাহী পরিষদ নিয়মিত সদস্যদের তালিকা প্রস্তুত করবেন। তদানুযায়ী শুধু মাত্র নিয়মিত সদস্যগন ভোটার হবার যোগ্য হবেন এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।
নতুন সদস্য অন্তর্ভূক্তি	অনুচ্ছেদ ঃ ১২। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল থেকে আইনজীবী সনদ প্রাপ্ত যে কোন সদস্য- (ক) অত্র সমিতির নিয়মিত ০২(দুই) জন সদস্যের সুপারিশে, অত্র সমিতির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্তি ফিস বাবদ সমিতির নির্দিষ্ট হিসেবে অফেরৎ যোগ্য ৫,০০০/= (কথায় ঃ পাঁচ হাজার টাকা মাত্র) ভর্তি ফিস বাবদ জমা প্রদান করে রশিদ সহকারে সাধারণ সম্পাদক বরাবর লিখিত ভাবে আবেদন করবেন। তবে ৪০ (চল্লিশ) উর্দ্ধ বয়সের কোন সদস্য যোগদান করলে, তাকে ১০,০০০(দশ হাজার) টাকা জমা প্রদান করে সদস্যপদ লাভ করতে হবে। (খ) তিনি নিয়মিত কুষ্টিয়ার আদালত সমূহে আইন পেশায় নিয়োজিত থাকবেন এবং অন্য কোন পেশায় নিয়োজিত না থেকে, সমিতির বিধান ও অন্যান্য নিয়ম কানুন তিনি মেনে চলবেন এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিল ও অত্র সমিতি বরাবর তার প্রদত্ত সকল প্রকার ঘোষণা বিবরণ প্রভৃতি সত্য মর্মে নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে পৃথক অঙ্গীকারনামা সংযুক্ত করবেন।
নতুন সদস্য অন্তর্ভূক্তির নিয়মাবলী	অনুচ্ছেদ ঃ ১৩। অত্র গঠনতন্ত্রের ১২ ধারা মোতাবেক কোন আবেদনপত্র সাধারণ সম্পাদক প্রাপ্ত হলে- (ক) উক্ত আবেদনপত্রটি সমিতির পরবর্তী কার্য্য নির্বাহী পরিষদের সভায় পৃথক আলোচ্য সূচীর ভিত্তিতে বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত হবে। উপস্থিত সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুমোদন সাপেক্ষে আবেদন পত্র মঞ্জুর হলে আবেদনকারী সমিতির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হবেন। (খ) আবেদন পত্র পর্যালোচনা অন্তে আবেদনকারীর আবেদন সঠিক বিবেচনায়, বিবেচিত হবে। কার্য্য নির্বাহী পরিষদ অত্র সমিতির স্বার্থ, মর্যাদা, সুনাম বিবেচনায় যে কোন আবেদন পত্র প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রাখেন। (গ) শুধু মাত্র কার্য্য নির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদনের পরই আবেদনকারী অত্র সমিতির সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন।

CS CamScanner

সহযোগী সদস্যগনের নিয়মিত সদস্য হওয়া সংক্রান্ত বিশেষ বিধানাবলী	অনুচ্ছেদ ঃ ১৪। অত্র সমিতির কোন সহযোগী সদস্য নিয়মিত সদস্য হতে চাইলে- (ক) অত্র সমিতির নিয়মিত ০২(দুই) জন সিনিয়র সদস্যের সুপারিশ, অত্র সমিতির নিয়মিত সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্তি ফিস বাবদ সমিতির নির্দিষ্ট হিসেবে অফেরৎ যোগ্য ১০,০০০/= (কথায়ঃ দশ হাজার টাকা মাত্র) ভর্তি ফিস জমা প্রদান করে রশিদ সহকারে সাধারণ সম্পাদক বরাবর লিখিত ভাবে আবেদন করবেন। (খ) তিনি নিয়মিত কুষ্টিয়ার আদালত সমূহে আইন পেশায় নিয়োজিত থাকবেন এবং অন্য কোন পেশায় নিয়োজিত না থেকে , সমিতির গঠনতন্ত্র সহ অন্যান্য নিয়ম কানুন মেনে চলবেন এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিল ও অত্র সমিতি বরাবর তার প্রদত্ত সকল প্রকার ঘোষণা বিবরণ প্রভৃতি সত্য মর্মে নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে পৃথক অঙ্গীকার নামা সংযুক্ত করবেন। (গ) উক্তরুপ আবেদন পত্র জমা প্রদান পরবর্তী ৬ (ছয়) মাস নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে উক্ত সহযোগী সদস্য কুষ্টিয়ার আদালত সমূহে আইন পেশায় নিয়োজিত থাকবেন। (ঘ) নির্ধারিত ০৬ (ছয়) মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর সাধারণ সম্পাদক উক্ত আবেদনটি পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন। (ঙ) কার্য্য নির্বাহী পরিষদের সভায় আবেদনটি গৃহিত হলে তিনি অত্র সমিতিতে সহযোগী সদস্য হতে নিয়মিত সদস্য হিসেবে গন্য হবেন। নিয়মিত সদস্য হওয়ার তারিখ হতে তার মেয়াদ কাল গননা হবে।
সদস্যপদ বিলুপ্তি	অনুচ্ছেদ ঃ ১৫। কোন সদস্যের, সদস্য পদ বিলুপ্ত হবে- (ক) কোন সদস্য মৃত্যু বরন করলে। (খ) কোন সদস্য পদত্যাগ পত্র দাখিল করলে, কার্য্য নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক তা গৃহীত হবার পর। (গ) বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র বাতিল কিংবা স্থগিত হলে। (ঘ) বাংলাদেশ বার কাউন্সিল হতে সনদ গ্রহণের প্রয়োজনে কিংবা সমিতির সদস্য পদ গ্রহণের প্রয়োজনে অসত্য বিবরণ প্রদান করেছেন মর্মে প্রমাণিত হলে। (ঙ) অবৈধ ভাবে সমিতির জমাজমি দখল করলে কিংবা সমিতির অর্থ, সম্পদ ইত্যাদি আত্মসাৎ করলে বা তার কোন কার্য্যক্রম দ্বারা সমিতি আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ্য হলে। (চ) আইনজীবী হিসেবে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন কালে অনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকা প্রমানিত হলে।

পূনঃ সদস্য পদ প্রদান	অনুচ্ছেদ ঃ ১৬। (ক) সমিতির কোন আর্থিক বা অন্যান্য পাওনা পরিশোধ না করার কারণে কোন সদস্যের সদস্য পদ বাতিল হলে তিনি ঐ পাওনা দন্ডসহ (যদি থাকে) পরিশোধের পর ১০,০০০/= (দশ হাজার টাকা মাত্র) টাকা পূনঃ ভর্তি ফিস প্রদান সাপেক্ষে সাধারণ সম্পাদক বরাবর আবেদন করতে পারবেন। (খ) আবেদন পত্র কার্যনির্বাহী পরিষদের পরবর্তী সভায় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত হবে এবং উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে এবং তার আবেদন মঞ্জুর হলে নিয়মিত সদস্য হিসেবে পূনঃ সদস্য পদ লাভ করবেন এবং পুনঃ সদস্য পদ প্রাপ্তির তারিখ হতে তার মেয়াদ কাল গননা হবে। (গ) কার্য্য নির্বাহী পরিষদ পূনঃ সদস্য পদের আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান করলে বিষয়টি চূড়ান্ত ভাবে বিবেচনার জন্য সাধারণ পরিষদের পরবর্তী সভায় উপস্থাপিত হবে এবং ঐ সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনে সদস্য পদ পূনঃ বহাল কিংবা আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান সম্পর্কিত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। উল্লেখ্য কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক আবেদনটি প্রত্যাখ্যানের তারিখ হতে ০১ (এক) মাসের মধ্যে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

CamScanner

সদস্যপদ বিলুপ্তি পদ্ধতি	অনুচ্ছেদ ঃ ১৭। (ক) সদস্যপদ বিলুপ্তির জন্য ১৫ ধারায় 'খ'ও 'গ' উপ-ধারা সমূহের ক্ষেত্রে কার্য্য নির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতে গৃহীত সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে গন্য হবে। (খ) কোন সদস্য ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে ঐ আইন বই, ল' জার্নাল সহ অন্যান্য বই, পত্র-পত্রিকা জরিমানা সহ ফেরত না দিলে ঐ সদস্য দেনাদার বলে গণ্য হবেন। "দেনাদার" ঘোষিত হবার ১০ (দশ) দিনের সময় দিয়ে গ্রন্থাগার সম্পাদক নোটিশ দেবেন। উক্ত সময়ের মধ্যে গৃহীত আইন বই, ল' জার্নাল সহ অন্যান্য বই ফেরত না দিলে, সাধারণ সম্পাদক ১০ (দশ) দিনের সময় দিয়ে নোটিশ প্রদান করবেন। উক্ত নোটিশ চুড়ান্ত নোটিশ হিসেবে গণ্য হবে। নোটিশ পাবার পরও উক্ত সদস্য জরিমানা সহ পুস্তক ফেরত না দিলে কার্য নির্বাহী পরিষদের পরবর্তী সভায় তার সদস্য পদ স্থগিত হবে। এ উপ-ধারায় কোন সদস্যের সদস্য পদ স্থগিত হলে পুনঃ ভর্তি ফিস ও জরিমানা সহ পুস্তক ফেরত দিয়ে তাকে সদস্য ভুক্ত করা যাবে। (গ) ১৫ (ঙ) উপধারা মতে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ থেকে ১৫ (পনের) কার্য্য দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সদস্য আত্মসাৎকৃত টাকা ১০% জরিমানা সহ সমিতির তহবিলে জমা দিয়ে প্রাপ্ত রশিদ সংযুক্ত করে সাধারণ সম্পাদকের বরাবর আবেদন করবেন, সাধারন সম্পাদক আবেদনটি সাধারন পরিষদে উপস্থাপন করবেন। সাধারণ পরিষদের বিবেচনায় ঐ ব্যক্তি পুনঃ সদস্য পদ প্রাপ্ত হলে ঐ সদস্য ০৭ (সাত) বছর সময় পর্যন্ত নির্বাচনে কোন পদে প্রার্থী হতে পারবেন না। তবে তার ভোটাধিকার থাকবে। কার্য্য নির্বাহী পরিষদে তার বিরুদ্ধে উল্লেখিত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার তারিখ থেকে ১০ (দশ) কার্য্য দিবসের মধ্যে উল্লেখিত প্রকারে সদস্য পদ পুনঃ বহালের জন্য আবেদন করতে ব্যর্থ হলে কার্যনির্বাহী পরিষদ তার সনদ বাতিলের জন্য বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বরাবর সুপারিশ প্রেরণ করবেন। (ঘ) উপরোক্ত বিষয় আলোচনার জন্য সাধারণ পরিষদের বিশেষ সভায় পৃথক আলোচ্য সূচি থাকবে এবং ঐ সভায় উপস্থিত ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্যের সম্মতিতে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

সমিতির পরিষদ সমূহ

পরিষদ সমূহ	অনুচ্ছেদ ঃ ১৮। অত্র সমিতির ০২ (দুই) টি পরিষদ থাকবে। যথা - (১) সাধারণ পরিষদ এবং (২) কার্যনির্বাহী পরিষদ নামে অভিহিত হবে। উক্ত (১) সাধারণ পরিষদ এবং (২) কার্যনির্বাহী পরিষদের জন্য পৃথক পৃথক সিদ্ধান্ত বই, নোটিশ বই, হাজিরা বই ইত্যাদি থাকবে।

CamScanner